Vol. 28 | No. 1 | 1984

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

A Study of Life And Short Poems of Iswarchandra Gupta

Volume	28
Issue	1
Year	1984
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রফিকউল্লাহ খান
Published online	September 1, 1984
DOI	10.62328/sp.v28i1.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i1.9
Pages	229-235
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

A Study of Life And Short Poems of Iswarchandra Gupta : Alauddin Al-Azad. published by The Asiatic Society of Bangladesh, June 1979, Price : Tk. 100·00, $ 17·00

A Study of Life And Short Poems of Iswarchandra Gupta আলাউদ্দিন আল-আজাদের পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য রচিত ইংরেজী অভিসন্দর্ভ। ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন এই গ্রন্থের জন্য লেখককে ডক্টর অব ফিলজফি উপাধি দানে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং এ-জাতীয় গ্রন্থে তথ্যনিষ্ঠা, সন্ধানী মনোবৈশিষ্ট্য, আবিষ্কারপ্রবণতা এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নবতর মাত্রা সংযোজন যে লেখকের অন্বিষ্ট হবে, সেটাই প্রত্যাশিত।

যে দ্বন্দ্বময় জীবনচৈতন্য আধুনিক শিল্পের অন্যতম স্বভাবলক্ষণ, বাংলা সাহিত্যের পটভূমিতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) হাতেই তার প্রথম সূত্রপাত। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে অতীত ও বর্তমানের যুগপৎ অঙ্গীকার তাঁর সৃষ্টির শিল্পনৈপুণ্যকে ব্যাহত করেছে সত্যি, কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার কার্যকারণ যে ঈশ্বরগুপ্তের সমকালীন সমাজ, সময় ও জীবনের গভীরেই নিহিত ছিলো, তা স্বতঃসিদ্ধ। এবং এটা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে "ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ও 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত সিপাহী বিদ্রোহ-কেন্দ্রিক রচনার মধ্য দিয়েই সমকালীন সমাজ-সচেতন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত।"[১] গ্রামজীবনবিবিক্ত কলকাতা নগরকেন্দ্রিক জীবন ও সংস্কৃতি এবং সেই জীবন ও সময়-অন্তর্গত ব্যক্তি-মানুষের উদ্বেগ, আর্তি ও স্মৃতিযন্ত্রণার অঙ্গীকার ঈশ্বর গুপ্তকে একটা দ্বন্দ্বময় জীবনচেতনায় আন্দোলিত করেছে। জীবনচেতনার এই অভিঘাত ইতঃপূর্বে বাংলা সাহিত্যে ছিলোনা। ইউরোপীয় বণিকী সভ্যতা বাংলাদেশের আর্থনীতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে গতি সঞ্চার

করে——বাঙালির সামগ্রিক জীবনবিন্যাসের ক্ষেত্রে সেই সূচনাকালীন গতিবেগ কতোটা অভিঘাত সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলো, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় তার প্রমাণ সুস্পষ্ট। একদিকে নব্য গড়ে-ওঠা নগর-সমাজ ও ইউরোপীয় বণিকী সভ্যতার বশংবদ মধ্যবিত্ত শ্রেণী, অপর দিকে বৃহত্তর গ্রামজীবনের সাথে সেই নব্য-উদ্ভূত জনশ্রেণীর বিচ্ছিন্নতা——এই দ্বৈত বিষয়জাত দ্বন্দ্বের অন্তর্গূঢ় অভিনিবেশই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাকে বিশেষত্বপূর্ণ করেছে। তাঁর সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) পত্রিকার চারিত্র এই সত্যকে অধিকতর ব্যাপ্তি ও গভীরতা দান করেছে। 'নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা · · · সামাজিক ঘটনা, শিখের যুদ্ধ, পৌষ পার্ব্বণ, মিশনারি, উমেদারি[২] প্রভৃতিকে সাহিত্যের সামগ্রী হিসেবে সংবাদ প্রভাকরই প্রথম পাঠকের সামনে উপস্থিত করে। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্ত যেমন যুগসন্ধির কবি,[৩] তেমনি সমকালীন জীবনের নিপুণ ভাষ্যকার। তাঁর সাহিত্য সাধনায় আধুনিকতার প্রকাশ যেমন 'ইতিহাস চেতনায়,'[৪] তেমনি সাম্প্রতিক জীবনের গভীর উপলব্ধি এই আধুনিকতাস্পর্শী চেতনাভিত্তিকে দান করেছে ঔজ্জ্বল্য।

বাংলা ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কিত দু'একটি গ্রন্থ রচিত হলেও বাংলা-দেশে তাঁর জীবন ও সৃষ্টি-সম্পর্কিত কোনো একক গ্রন্থ রচিত হয়নি। সেদিক থেকে আলাউদ্দিন আল-আজাদের গ্রন্থটি বিশেষত্বপূর্ণ। short poems বলতে আলাউদ্দিন আল-আজাদ সম্ভবতঃ ঈশ্বর গুপ্তের খণ্ড কবিতাকেই নির্দেশ করেছেন।[৫] এই খণ্ড কবিতা ছাড়াও ঈশ্বর গুপ্তের উল্লেখযোগ্য সুদীর্ঘ কবিতাও রয়েছে। লেখক সে-গুলোকে বিবেচনার অন্তর্গত করেননি। আলাউদ্দিন আল-আজাদের গ্রন্থ-বিধৃত মনোবৈশিষ্ট্য গ্রন্থের Preface থেকে লভ্য। যেমন: A nation's memory, like that of an Individual, distorts its past, magnifying men whose triumphs modernised society and diminishing those who impeded progress. লেখকের ধারণায় খণ্ড কবিতাবলী ঈশ্বর গুপ্তের সৃষ্টিশীলতাকে ধারণ করবার ফলেই বিশেষত্বপূর্ণ (This study is confined to Gupta's short poems, for it is only there that his creativeness is manifested)। সুতরাং এ-উক্তির আলোকেই লেখকের অভিনিবেশ ও বিবেচনার চারিত্র অনুধাবন করতে হবে পাঠককে।

আলাউদ্দিন আল-আজাদ তাঁর গ্রন্থ নিম্নোক্ত এগারোটি পরিচ্ছেদ-এ বিন্যস্ত করেছেন :

I An Outline of the Life of Iswarchandra Gupta
II Iswarchandra Gupta's Contemporaneous Image
III Certain Events in Gupta's Life Reviewed in the Light of Recent Knowledge
IV Dispute Between Gupta and Tarkavagish
V Religion
VI Hindu Society
VII European Society
VIII Political Attitude
IX Patriotism
X The Beginnings of Literary Criticism in Bengali and Gupta's Conception of the True Nature of Poetry
XI Form and Style

প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক ঈশ্বর গুপ্তের জীবনবৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপস্থাপন করেছেন। পরবর্তী দু'টো পরিচ্ছেদে ঈশ্বর গুপ্তের সমকালীন জীবনচিত্র এবং জীবনের ঘটনাপুঞ্জ আলোচনায় লেখক ঐ জীবনবৃত্তান্তেরই সময়, সমাজ ও পরিবেশসচেতন সৃষ্টিশীল অধ্যায়কে উন্মোচন করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সমকালীন কলকাতা-জীবনের ভাঙা-গড়া, তার সমাজদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন এবং কবির জীবনকে সমাজ-বিন্যাসের পটভূমিতে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। একটি উদ্ধৃতি থেকে লেখকের মানস-বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ অনুধাবন করা যেতে পারে :

> By Gupta's youth, Indian society in Calcutta had similarly stratified, the elite of it hob-nobbing at the period with the European elite also. Previously Indian social structure had been feudal : birth alone had determined class. The European mercantile economy

> of Calcutta disrupted the feudal order and a new order based on wealth rather than pedigree emerged. The new order distinguished three classes : an upper-middle class, a middle class and a working class. (pp. 10-11)

এই শ্রেণীবিন্যাসের অনুষঙ্গে লেখক সমকালীন কলকাতা-জীবনের আর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন, *The Mugal Style*, *The Western Style*, *The Baby Style*, *The Brahmin Style* এবং *The Ordinary Bengali Style*-এর বিচিত্র শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাঝে ঈশ্বর গুপ্তের শ্রেণীগত অবস্থানকে নির্দেশ করেছেন তিনি। তাঁর বিবেচনায় শ্রেণীচেতনা ও জীবন-প্রকরণে ঈশ্বর গুপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে যে তিনি কবি, সমকালীন গ্রামজীবনবিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্তের সার্থক প্রতিচ্ছবি, লেখকের বিবেচনা সে-বিষয়েও সচেতন :

> Gupta's image of himself was probably as a poet alone. In a poem he states that he desired neither wealth nor fame, merely consolation. (p. 23)

গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ঈশ্বর গুপ্তের সাংবাদিক জীবন ও সমকালীন রাষ্ট্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও উত্থান-পতনের পটভূমিতে তাঁর মানসিকতার স্বরূপ নির্দেশ করেছেন লেখক। গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিক অভিরুচি, অভিলাষ ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ-উন্মোচনের প্রয়াস হিসেবে বিশেষত্বপূর্ণ। ইয়ংবেঙ্গল, নারী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে গৌরীশংকর তর্কবাগিশ-এর মনোভাবের সাথে ঈশ্বর গুপ্তের দ্বন্দ্ব, এবং সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক হিসেবে এই দ্বন্দ্বের বিকাশ ও বিস্তার প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে এ পরিচ্ছেদে। ঈশ্বর গুপ্তের ধর্মবোধ, হিন্দু সোসাইটির প্রতি তাঁর মনোভাব, ইউরোপীয় সমাজ-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি যথাক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে বিধৃত। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির চারিত্র বিবেচিত হয়েছে গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে। এ-সকল ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তের

মনোভাব ব্যঙ্গ-কৌতুকময় হলেও তাকে নেতিবাচক বলা সঙ্গত নয়। এই মন্তব্যের যাথার্থ্য গ্রন্থের পরবর্তী পরিচ্ছেদ (Patriotism)-এ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লেখক এ-ব্যাপারে সচেতন যে, 'Iswarchandra Gupta's mind was steeped in Indian tradition. Unlike westerners, Indians, especially Indians of his period, tended to think in religious and cosmological terms, rathar than political (p. 121). ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রীতির স্বরূপ বিশ্লেষণে আলাউদ্দিন আল-আজাদ তাঁর গদ্য রচনা ও কবিতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। এ-পরিচ্ছেদ এ-গ্রন্থের একটি উজ্জ্বল অংশ হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য।

দশম পরিচ্ছেদ গ্রন্থের সর্ববৃহৎ এলাকা। কবিতা সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের ধারণা অর্থাৎ কবিতার যথার্থ প্রকৃতি বিষয়ে তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন আলাউদ্দিন আল-আজাদ। একাদশ বা শেষ পরিচ্ছেদ (Form and Style)-এ লেখক ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার আঙ্গিক প্রকরণরীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ-আলোচনায় লেখকের অভিনিবেশ কবিতার রূপ ও রীতির আবহমান ইতিহাস পরম্পরার অনুভবে সমগ্রতা পেয়েছে বলা যায়। অবশ্য ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা ব্যঙ্গ কবিতা—এই পূর্বধারণা থেকেই লেখক Satire-এর উদ্ভব, বিকাশ ও ক্রম-যাত্রার ইতিহাস পর্যালোচনা করে, ঈশ্বর গুপ্তকে রূপ ও রীতির দিক থেকে একটা নির্দিষ্ট সীমায় বিন্যস্ত করেছেন। যেমন তাঁর বিবেচনায়, The thing was, I suppose, that he had inherited a traditional scale of values in regard to poetry, together with numerous other poetic traditions (p. 194). কবিতার রূপ ও রীতির যে ঐতিহ্য ঈশ্বর গুপ্তের সামনে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিদ্যমান ছিলো, তা ভারতচন্দ্র নির্মিত সত্য (লেখক আলোচনায় তা উল্লেখ করেছেন), কিন্তু বিষয়ের মধ্যে সাম্প্রতিক জীবনচাঞ্চল্য সঞ্চার করা এবং কবিতার আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নতুন অভিনিবেশ প্রয়োগেও যে ঈশ্বর গুপ্ত সচেতন ছিলেন, গভীর অভিনিবেশের মাধ্যমে তা অনুধাবন সম্ভব। লেখক বাংলা ছন্দের আবহমান রীতির আলোচনা করে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। গ্রন্থশেষে লেখকের উপলব্ধি ঈশ্বরগুপ্তের সীমাবদ্ধতার সেই

গৌরবময় সূত্র সম্পর্কে সচেতন, যা কবিকে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের ক্রান্তিলগ্নের একক কবিকর্মী হিসেবে শনাক্তিতে সহায়তা করে :

> Thus though not a major poet, Gupta was, nevertheless, a major literary figure who cast upon the western sky the variegated glow of a fading medieval age and his passing away hastened the dawn of modern literature. (p. 220)

তথ্যনিষ্ঠা ও বিশ্লেষণে আলাউদ্দিন আল-আজাদ প্রথমোক্ত বিষয়কেই অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ মনে করেন বলে মনে হয়। এ-জাতীয় গবেষণায় যে নবমূল্যায়ন ও যুক্তিসিদ্ধ মীমাংসার প্রয়োজন লেখক প্রায় ক্ষেত্রেই সে-সম্পর্কে সচেতন। বিচিত্র উৎস-আহরিত উপকরণকে কখনো বর্ণনায়, তথ্যনিষ্ঠার ঐকান্তিকতায় কখনো-বা, আবার কখনো কখনো একটা সরলীকৃত উপস্থাপনের অনুষঙ্গ হিসেবে বিন্যস্ত করেছেন লেখক। ঈশ্বর গুপ্তের কবি-প্রতিভার অন্তর্গূঢ় বৈশিষ্ট্যও কখনো কখনো লেখকের অভি-নিবেশে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থটি প্রকাশ করে একটা গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। ২৭৮ পৃষ্ঠার পেপার ব্যাক গ্রন্থের মূল্য রাখা হয়েছে ১০০ টাকা (বিদেশে ১৭ ইউ. এস. ডলার)। গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠকবর্গ ও ছাত্র সমাজের প্রভূত কল্যাণ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তথ্যনির্দেশ

১ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, দ্বি-স. ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা. ১৬

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, ভূমিকা, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্র. প্র. ১৩৬১, ৪র্থ মুদ্রণ ১৩৭৬, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, পৃ. ৮৪২

৩ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড : ঊনবিংশ শতাব্দ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ১৩৮৬, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃ. ১২৫

৪ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১

৫ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে 'হিন্দু কবিদের খণ্ড কবিতায় মুসলিম প্রসঙ্গ' শিরোনাম-অন্তর্গত আলোচনায় এই আঙ্গিকের বিশ্লেষণ করেছেন।

রফিকউল্লাহ খান